দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 1 OCT 1995
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত না করায়–

মাগুরা সংবাদদাতা ॥ শালিখা থানার কাপাসাটি দাখিলী মাদ্রাসার ছাউনি না থাকায় ছাত্ররা দুর্ভোগ পোহাইতেছে। দুই/তিন বৎসর পূর্বে ঝড়ে মাদ্রাসার টিনের ছাউনি উড়াইয়া লইয়া যায়। অদ্যাবধি উহা পুনঃনির্মাণ করা হয় নাই। ঝড়ে বিদ্যালয়ের কক্ষ ও আসবাবপত্রও বিনষ্ট হয়। কিন্তু মাদ্রাসাটি কোন সরকারী সাহায্য পায় নাই। স্থানীয় গ্রামবাসীর চাঁদায় মাদ্রাসাটি কোনরকমে চলে। উহার ছাত্রসংখ্যা ২৬৫ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১৩ জন। মাদ্রাসাটি জনগণের অর্থে ও প্রচেষ্টায় ১৯৬৩ সনে স্থাপিত হইলেও সরকারী সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত। ক্লাসরুমের দুরবস্থার কারণে ছাত্রদের মাঠে পাটি পাতিয়া খোলা আকাশের নীচে বসিয়া পড়াশুনা করিতে হয়। বর্ষাকালে দুর্দশার অন্ত থাকে না। এই সময় অধিকাংশ দিনই ক্লাস করা সম্ভব হয় না। ঝড়ের পূর্বাভাস পাইলেই ক্লাস ছুটি দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, বহু আবেদন করিয়াও এ পর্যন্ত কোন কাজ হয় নাই।

গোপালদীবাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, দক্ষিণ চরভামানিয়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলের চালের একাংশ গত বৈশাখ মাসের ঝড়ে উড়িয়া যায়। ইহার পর হইতেই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। স্কুলটিতে প্রায় ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। কিন্তু ঝড়ে ঘরটি উড়াইয়া নেওয়ার পর হইতেই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার দারুণ ক্ষতি হইতেছে। বৃষ্টি-বাদল হইলেই স্কুলে ক্লাস করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে স্কুলের পার্শ্বের একটি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করিতেছে। ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী হইলেও স্কুলে শিক্ষক মাত্র দুইজন।